ঝিনাইদহে এক জমি ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

ঝিনাইদহে জমি ব্যবসায়ী প্রতারক মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেছেন সেলিনা পারভীন নামের এক নারী। লিখিত অভিযোগে যানা যায়, খোর্দ্দ ঝিনাইদহ শহরের বাসিন্দা সাবেক সেনা সদস্য রুহুল আমীনের স্ত্রী সদর উপজেলার নিজপুটিয়া গ্রামের ইব্রাহিম খানের ছেলে জমি ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলামের কাছ থেকে জমিসহ একটি ৪ তলা বাড়ি ক্রয়ের জন্য স্টাম্পে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বায়না নামা করেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন পৌর এলাকার ১৫৮ নং গোবিন্দপুর মৌজার ১৪৭ নং খতিয়ানের ১০৫৬ নং দাগের ৪ শতক জমির উপর ৪ তলা বাড়ি ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা জমির মূল্য নিদ্ধারণ করে বাড়িসহ জমি ক্রয়ের কথাবার্তা হয়।

একই দিন উপস্থিত স্বাক্ষীগনের সামনে বায়না স্বরুপ জমির মালিক মনিরুলকে গত ৩ সেপ্টেম্বর ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। বাকী ২০ লক্ষ টাকা ১৫ নভেম্বর তারিখের মধ্যে পরিশোধ করে জমি রেষ্ট্রি করার কথা থাকলেও প্রতারক মনিরুল ১১ নভেম্বর তারিখে ১৬৬৩৩ নং দলিল মূলে বাড়িসহ জমিটি অন্যত্র বিক্রি করে দেয়। বিষয়টি জানাজানি হলে মনিরুলকে ফোন দিলে সে বলে আমি ঢাকায় চলে এসেছি। আমি তোমাদের জমিসহ বাড়িটিও দিতে পারবোনা টাকাও ফেরত দিতে পারবোনা। আমার ফোনে বারবার ঝামেলা করলে তোমাদের সমস্য আছে বলে হত্যার হুমকি দেয়।

সর্বস্ব হারিয়ে সেলিনা ও তার পরিবার পাগল প্রায়। যেকোন সময় প্রতারক মনিরুল বিদেশে পালিয়ে যেতে পারে বলে আশংকা করছেন তারা। অবশেষে কোন উপায়ন্ত না পেয়ে সেলিনা পারভীন ঝিনাইদহ সদর থানা প্রতারক মনিরুলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছে।

উল্লেখ্য, এলাকাবাসী জানায়, প্রতারক মনিরুল ইতিপূর্বে বিভিন্ন দেশে লোক পাঠানোর নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে অনেককেই স্বর্বশান্ত করে পথে বসিয়েছে।

ভুক্তভোগী নারী সেলিনা পারভীন বলেন, আমি প্রতারক মনিরুলের গ্রেফতারসহ আমার টাকা পয়সা দ্রুত ফেরত পেতে পারি সে জন্য প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

এব্যপারে অভিযুক্ত প্রতারক মনিরুলের সাথে একাধিক বার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তার ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লা আল মামুন বলেন, এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্তের জন্য এসআই শরিফুল ইসলামকে দ্বায়িত্ব দিয়েছি।

মেহেরপুরে চিকিৎসক ভাতিজার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ সংবাদ সম্মেলন চাচার

বন্টনকরা মিমাংসিত জমি দখল করে ভবন নির্মাণের অভিযোগ তুলে চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটনের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার দুই চাচা আব্দুল হালিম ও মনিরুল ইসলাম।

আজ সোমবার (০৪ নভেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে তারা এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে আব্দুল হালিম বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মৌজায় আমার পৈত্রিক সম্পত্তি ২৯ শতকের মধ্যে ১২ শতক জমি ২০০৪ সালের ১৪ মে বণ্টননামা মূলে পেয়ে আমি ভোগ দখল করি এবং আমার অংশের ডোবা শ্রেণীর জমি আমি অনেক অর্থ ব্যয়ে মাটি ভরাট করে পাকা একতলা বসত বাড়ী নির্মাণ করি। আমার ভাই মোঃ আব্দুল লতিব তার ছেলে মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন, ছোট ছেলে আমির হাসান হিমেল (মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক) আমাদের পৈত্রিক বাড়ীতে বসবাস করে এবং আমাদের পিতার মৃত্যুর পর আমার অংশের মূল্য অনুমান ২০ বৎসর পূর্বে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নির্ধারণ করে আমাকে নগদ অর্থ পরিশোধ করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে আমাকে কোন অর্থ প্রদান করে নি, টাকা চাইতে গেলে খুন জখমের হুমকী দেয়।

আমার দীর্ঘদিনের ভোগ দখলকৃত মেইন রাস্তা সংলগ্ন বাড়ির সামনে ০৩

শতক জমি জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতেছে। এমতাবস্থায়, আমার লতিব ও তার দুই ছেলে আমার অসহায়ত্বের সুযোগে গত ১২ অক্টোবর সকাল অনুমান ১০ টার দিকে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন লোক মারফত হুমকী প্রদান করে এবং পরের দিন জায়গার উপর গাছ কেটে ফেলে আমাকেসহ আমার পরিবারের সদস্যদের মারধর করে জমিটি জবরদখল করে নেয়। পরবর্তীতে আমরা আদালতের স্মরাণাপন্ন হয়। মামলা দায়ের করলে আদালত দখলকৃত জমির উপর ১৪৫ ধারা জারি করে স্থিতি অবস্থানে থাকার জন্য উভয়পক্ষকে নোটিশ প্রদান করেন।

আদালতের আদেশ অমান্য করে গত ২০ অক্টোবর আব্দুল লতিব, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আমির হাসান হিমেল ও মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন সন্ত্রাস বাহিনী নিয়ে দখলকৃত জমিতে অনাধিকার প্রবেশ করে জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা করে। তাদের বাধা দিতে গেলে ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন নিজে সহ তার নির্দেশে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আমির হাসান হিমেল আমার স্ত্রীকে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মারে এবং মাথার চুল ধরে মাটিতে টানাহেচড়া করে। এসময় আব্দুল হালিমের স্ত্রী রজিনার দেবর মনিরুল ইসলাম চঞ্চল তাকে বাঁচাতে ছুটে এলে তাকেও মারধর করে গুরুত্বর আহত করে।

কালীগঞ্জে শহীদ নূর আলী কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার শহীদ নূর আলী ডিগ্রি কলেজের ডিগ্রি শাখা শিক্ষকদের এমপিও ভুক্তির আশ্বাস দিয়ে ১০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। এব্যাপারে ভুক্তভোগী শিক্ষকরা বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার শহীদ নূর আলী ডিগ্রি কলেজের ডিগ্রি শাখা শিক্ষকদের এমপিও ভুক্তির

আশ্বাস দিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ রাশেদ সাত্তার তরু ১০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। কিন্তি এমপিও ভুক্ত না হওয়ায় এবং তাদের দেয় টাকা ফেরত না পাওয়া তারা অধ্যক্ষ রাশেদ সাত্তার তরুর বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এ অভিযোগের অনুলিপি প্রেরণ করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের, যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান, দূর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক, কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন দফতরে। লিখিত অভিযোগে তারা জানান, ডিগ্রি শাখা এমপিও ভুক্তির প্রলোভন ও প্রতিশ্রুত দিয়ে অধ্যক্ষ তাদের নিকট থেকে ১০ লক্ষ টাকা আদায় করে। এমপিও না হলেও পরবর্তীতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিক্ষকদের টাকা ফেরত দেননি। তাঁরা ২০১৫ সালে মোটা অংকের টাকা ডোনেশান দিয়ে ডিগ্রি পর্যায়ে নিয়োগ পান। এর পর থেকে তাঁরা কলেজের কোন অর্থনৈতিক সুবিধা পাননি। ফলে তাঁরা অর্থাভাবে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

এরই মধ্যে ২০১৯ সালে স্নাতক শাখার শিক্ষকদের এমপিও ভুক্তি করে দিবেন এই মর্মে অধ্যক্ষ রাশেদ সাত্তার তরু শিক্ষকদের প্রতিশ্রুতি দেন ডিগ্রি শাখার সকল শিক্ষক্ষ কর্মচারী মিলে ২০ লক্ষ টাকা দিতে পারলে এমপিও ভূক্ত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী শিক্ষক রবিউল ইসলাম, রফিকুজ্জামান, মনিরুজ্জামান, কামরুন্নাহার, জেসমিন আক্তার, হায়দার আলী সহ একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করে জানান, এমপিও ভূক্তির জন্য ডিগ্রির সকল শিক্ষক কর্মচারী তাদের কেউ জমি বন্ধক রেখে, কেউবা গরু ছাগল বিক্রি করে ১০ লক্ষ টাকা অধ্যক্ষ স্যারের নির্দেশে কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাসুদ সাজ্জাদ ও প্রভাষক প্রবীর কুমার বিশ্বাস এর নিকট প্রদান করি এবং এমপিও হয়ে গেলে আরও ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করতে হবে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়। তবে এমপিও ভুক্তি না হলে আমাদের দেয় অগ্রিম ১০লক্ষ টাকা স্ব স্ব শিক্ষককে ফেরত দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ২০১৯ সালে ডিগ্রি শাখা যখন এমপিও হলো না, তখন আমরা কিছু শিক্ষক অধ্যক্ষের নিকট টাকা ফেরত চায়। কিন্তু তিনি আমাদের কথায় কোন প্রকার কর্নপাত করেননি এবং টাকা ফেরত না দিয়ে বিভিন্ন ধরণের তালবাহনা শুরু করেন। অধ্যক্ষ রাশেদ সাত্তার তরু স্থানীয় প্রভাবশালী আওয়ামী লীগের মদদ পুষ্ট হওয়ার কারণে তাঁর নিকট টাকা ফেরত চাওয়ার জন্য কেউ সাহস করেনি। এভাবে ৬টি বছর অতিবাহিত হলেও আমাদের টাকা আজও ফেরত পায়নি বা এমপিও ভুক্তি করাও হয়নি, ফলে আমরা মানবেতর জীবনযাপন করছি।

এদিকে সাবেক এমপি আনোয়ারুল আজিম আনারের শাসনামলে অধ্যক্ষ কজলেজের প্রভাবশালী শিক্ষক সুব্রত নন্দী, কমিটির সদস্য গোলাম রসুলকে সাথে নিয়ে কলেজে নিয়োগ প্রদান সহ কোটি কোাটি টাকারও বেশি বানিজ্য করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়াও অধ্যক্ষ তাঁর বন্ধু মহল নিয়ে কলেজে, আওয়ামী নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে। একাধিক জাতীয় নির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচনে আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের নির্বাচনী প্রিজাইডিং অফিসারসহ নানাবিধ অপকর্ম করেছেন। সেই সব নির্বাচনে নিদিষ্ট কিছু সংখ্যক শিক্ষক দায়িত্ব পালন করতেন। শহীদ নূর আলী কলেজ থেকে ভোট, পরীক্ষাসহ সকল ডিউটি ভাগ-বন্টন করতেন অধ্যক্ষের অনুসারীরা। ভুক্তভোগী শিক্ষকরা অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের টাকা ফেরতসহ এ সকল ঘটনার সুষ্ট তদন্তস্বাপেক্ষ বিচার দাবী করেছেন।

এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ রাশেদ সাত্তার তরু বলেন আমি এর সাথে জড়িত নয় তারা সাবেক এমপি আনোয়ারুল আজিম আনার সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে ইসলামী ব্যাংকের একটি নিদিষ্ট একাউন্টে জমা দিয়েছেন। এর বাইরে আমি কিছু জানিনা।

চুয়াডাঙ্গার নেহালপুরে টিসিবি’র পণ্য বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার নেহালপুর ইউনিয়ন পরিষদে টিসিবি’র পণ্য বিতরণে ব্যাবক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। কার্ড থাকা সত্বেও অনেক কার্ডধারীকে দেয়া হয়নি মালামাল। সকাল থেকে দিনমুজুর কামাই করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছে খালি হাতে। মালামাল না পেয়ে নিজের কার্ড ফেরত চাইলেও তা দেয়নি কর্তপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে ভুক্তোভোগি মহলে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নে গত পরশু বৃহস্পতিবার টিসিবি’র পন্য বিক্রির নির্ধারিত দিন ধার্য ছিলো। কার্ডপ্রতি ৪৭০ টাকায় ৫ কেজি চাল, ২ কেজি মসুরির ডাল এবং ২ লিটার

তেল বরাদ্ধ ছিলো। ইউনিয়নের কোটালী গ্রামের কলম আলী, ইনতাজ, মমিন, রাজ্জাক, আছিয়া, জবেদা, আ.রহমান, মনভাজ, কহিনুর, আনেছা, শুকুর আলী, শামীম, আমিরুল, নেকবার, আনারুল, বিল্লাল, জরি আলী, বকুল, জাহাঙ্গীর, সাদিকুল, নাজমা, রহিমা, খাইরুল, কাবিল, শহিদুল, জামাল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, শুরু থেকে আমরা টিসিবি’র মালামাল পেয়ে আসছি। সে মোতাবেক জন কামাই করে সকাল টিসিবি’র মালামাল কেনার জন্য পরিষদে যায়। পরিষদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয় তালিকায় তোমাদের নাম নেই। তখন আমরা আমাদের কার্ডটি ফেরত চাই। কার্ড ফেরত দিতে নানা টালবাহানা শুরু করে দেয় দায়িত্বরতরা। এক এক সময় একএক ধরনের তথ্য দেয়া হয় আমাদের। এনিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং হট্রগোল ও চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। চৌকিদার মিজানুর, আজিজুল ও আমিরুল আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার ও মারমুখি আচরণ করে। আমরা কেন টিসিবি’র পণ্য পাবনা তার যৌক্তিক কারণ জানতে চাই। অধিকার চাইতে গেলে দায়িত্বরতা পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবারও ভয় দেখায়। একপর্যায় আমাদের মালামাল লাগবে না, আমাদের কার্ডটি অন্ত:ত্ব ফেরত দেন। কার্ডটি ফেরত দিতেও ব্যার্থ হয় কর্তৃৃপক্ষ।

এদিকে একটি সূত্র জানায়, সাবেক বেগমপুর ইউনিয়নে ২ হাজার ৫৬টি টিসিবি’র কার্ডধারী সদস্য আছে। যার মধ্যে নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নে প্রায় ১ হাজার ১৫৬টি বরাদ্ধ রয়েছে। পরে অবশ্য ২ হাজার কার্ড দু’টি ইউনিয়নে সমান ভাগে ভাগ হয়েছে বলে জানাগেছে।

কার্ডধারীরা অভিযোগ করে আরও বলেন, কার্ডধারী দরিদ্র মুনুষগুলো একটু স্বাশ্রয়ে পণ্য কেনার আশায় দিন কামাই করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেয়ে না খেয়ে মালামাল না পেয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। আর চৌকিদার দফাদারা যে আচরন করে খে সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের নিকট বিষয়টি সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানিয়েছে ভুক্তোভোগি মহল।

দর্শনা কেরুতে অনিয়ম ও অর্থ

বাণিজ্যর অভিযোগ তদন্তে কমিটির ৩ সদস্য

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানিতে ১০৪ জন মৌসুমি থেকে স্থায়ীকরণে ব্যাপক অনিয়ম ও অর্থ বাণিজ্যর অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন। আজ সোমবার দুপুরে তদন্তকারী প্রতিনিধির ৩ সদস্যর কর্মকর্তারা তদন্তে আসে কেরু চিনিকলে। তদন্তকারী দল দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে ৪ জনকে চিঠি করে জবানবন্দি নিয়েছে বলে জানাগেছে।

এ সময় কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর সাবেক এমডি মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ ও মহিদুল নামের এক শ্রমিককে দুর্নীতি ও অনিয়মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানাগেছে।

৩ সদস্যের তদন্ত কমিটির প্রধান হলেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য কর্পোরেশনের সচিব আনোয়ার কবির, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মোঃ শামীমুল হক ও যুগ্ম সচিব ও পরিচালক অর্থ) মনিরুজ্জামান মিয়া। দর্শনা কেরু চিনিকল সূত্রে জানা গেছে, গত ২০২৪ সালের ১৩, ১৪ মে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে মৌসুমী শ্রমিক ও কর্মচারী থেকে স্থায়ীকরণের বিষয়ে লিখিত পরিক্ষা অনুষ্টিত হয় কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে। পরের দিন মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় কেরুজ ট্রেনিং কমপ্লেক্স ভবনে।

গত ১৫ মে তাদের যাচাই বাচাই করার সময় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন সচিব কাওসার আহম্মেদ স্বাক্ষরিত জরুরী পত্রে দর্শনা কেরু কোম্পানির সহ ৯টি চিনিকলের স্থায়ীকরণ কার্যক্রম স্থগিত করার নির্দেশনা দেন। কিন্তুু ১৫ মে ওই দিন কেরু অ্যান্ড কোম্পানি চিনিকলের ১০৪ জন শ্রমিক ও কর্মচারীকে পদোন্নতিপত্র প্রদান এবং ঐদিনই কর্মস্থলে যোগদানপত্র হাতে তুলে দেন সাবেক এমডি মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন। এই ঘটনায় জাতীয় স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে নড়ে চড়ে বসে কতৃপক্ষ। এ ঘটনার পর মন্ত্রণালয় বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৌসুমী শ্রমিক মোঃ মহিদুল ইসলাম। এ ঘটনা তদন্তে বাংলাদেশ শিল্প চিনি ও খাদ্য কর্পোরেশনের সচিব আনোয়ার কবির প্রধান করে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত

টিম গঠন করে।

তদন্ত কমিটি জিজ্ঞেসা বাদের জন্য তৎকালীন দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, কেরু শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, শ্রমিক আব্দুল মান্নান, অভিযোগকারী মোঃ মহিদুল ইসলামসহ অনেকের লিখিত ভাবে চিঠি প্রদান করেছে।

আজ সোমবার দুপুরে তদন্ত কমিটির প্রধান বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের সচিব আনোয়ার কবির ঘটনা সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে লিখিত বক্তব্য নেন। তিনি সাংবাদিকদেও এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এ ঘটনায় তদন্ত চলমান রয়েছে তদন্ত শেষ হলে আপনাদের জানাবো।

এ নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তদন্ত কমিটি এসেছে তাদের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তদন্ত শেষে প্রকৃত রহস্য আপনারা জানতে পারবেন।

শৈলকুপায় আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িঘরে হামলা ও ভাংচুরের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপাতে আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি-ঘর ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার (২৬ অক্টোবর) রাতে টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমানের বাড়িসহ তার সমর্থকদের ১০-১৫টি বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে।

স্থাণীয়রা জানান, রিয়াদ নামে আব্দুল বারী মোল্লা’র একজন সমর্থকের কাছে মতিয়ার রহমানের ছেলে টাকা পাই। ওই টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে গত রাতে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা

ঘটে। পরবর্তীতে বাড়ি ঘরে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

মতিয়ার রহমানের মেয়ে মোছঃ মিনা খাতুন জানান, বাড়ির সবাই রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। এসময় আব্দুল বারী মোল্লা’র ৫০-৬০ জন সমর্থক মিলে আমাদের বাড়িসহ আরও ১০-১৫টি বাড়িতে হামলা করে। সেময় আমাদের বাড়ির মেইন গেট দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকার চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টার পর মেইন গেট খুলতে না পেরে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকে। বাড়িতে ঢুকে দেশীয় অস্ত্র ও লাঠি দিয়ে ঘরের মধ্যে থাকা বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাংচুর করে, ঘরে থাকা আলমারীর তালা ভেঙে নগদ টাকা ও স্বার্ণলঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। এসময় বাড়ির মহিলারা বাঁধা দিতে গেলে তাদেরকেও মারধর করা হয়।

আব্দুল বারী মোল্লা জানান, রিয়াদ নামে আমার একজন সমর্থকের কাছে মতিয়ারের ছেলেরা কিছু টাকা পাই। ওই লোক গতকাল সন্ধায় ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসছিল। এসময় তার কাছে পাওনা টাকা চাই। তখন সে বলে এই মুহুর্তে আমার কাছে টাকা নেই, পরে এসে দিয়ে যাবো। কিন্তু তারা তার কথা না শুনে তাকে মারধর করে। একপর্যায়ে তার মারধরের খবর শুনে আমার লোকজন ওখানে পৌছালে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটতে পারে এটা আমার জানা নেই, কারণ আমি গ্রামে থাকি না।

শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুম খাঁন বলেন, এখনো পর্যন্ত এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। যদি কেউ অভিযোগ দেয় তাহলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোটচাঁদপুরে ৫ ম শ্রেনীর ছাত্রী ধর্ষন অভিযোগ

কোটচাঁদপুরে ৫ম শ্রেনীর ছাত্রী ধর্ষনের অভিযোগে থানায় এজাহার দায়ের করেছেন ওই ছাত্রীর মা। আজ শনিবার (১২ অক্টোবর) সকালে এজাহার করেন তিনি। পুলিশ ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ কুদু মিয়া নামে একজন আটক করেছেন।

ভুক্তভোগীর মা বলেন, গেল ৯ অক্টোবর দুপুর ২ টার সময় আমার মেয়ে একা ঘরে শুয়ে ছিল। এ সময় পাশের বাড়ির মোহাম্মদ কুদু মিয়া (২৩) ঘরে যান। এরপর তাঁর হাত ও মুখ বেঁধে তাঁকে ধর্ষন করেন। এ ঘটনার পর আমার মেয়ে আমাকে বিস্তারিত বলেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা আমাকে মিমাংসার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এ কারনে থানায় এসে আইনের সহায়তা নেয়া সম্ভব হয়নি। কুদু মিয়া কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর হঠাৎ পাড়ার হাসু মিয়ার ছেলে।

এদিকে পুলিশ এজাহার পাওয়ার পর অভিযানে যান কুদু মিয়াকে আটকের। ওই অভিযানে পুলিশ তাঁকে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানিয়েছেন কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আল মামুন।

তিনি বলেন, ভুক্তভোগীর এজাহার হাতে পাওয়ার পর কুদু ধরতে অভিযান চালানো হয়। এরপর তাঁকে সাবদারপুরের তাঁর নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়। এ ছাড়া ভিকটিমকে ডাক্তারি পরিক্ষার জন্য পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

মেহেরপুরের রাজনগরে বাড়ীর সীমানা প্রাচীর ভাংচুরের অভিযোগ

মেহেরপুর সদরের রাজনগরে বাড়ীর সীমানা প্রাচীর ও টিনসেড ভাংচুরের অভিযোগ তুলেছে রাজনগর গ্রামের ভিতর পাড়ার মিয়ারুল ইসলাম (৫০) ও ভিকু(৫৫) নামের দুই সহোদর।

মিয়ারুল ইসলাম ও ভিকু মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের ভিতর পাড়ার মৃত মনোরদ্দীনের ছেলে। অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার দিনগত রাত আনুমানিক দেড় টার দিকে রাজনগর গ্রামের আব্দুল ওহাবের ছেলে হাবিব, মনিরুল ও জহিরুল রাতের আঁধারে তাদের বাড়ীর সীমানা প্রাচীর ভেঙে ফেলে দেয় এবং বাড়ীর উঠানে থাকা একটি টিনের চালা ও টিনের বেড়া ভেঙে ফেলে দেয়। এবিষয়ে মিয়ারুল ইসলাম বলেন, হাবিব আমার চাচাতো ভাই গত ০৭/০৮/২৪ ইং তারিখে হাবিব

আমাদের দু’ভাইকে মারধর করে এবং বাড়ীর সীমানা প্রাচীর ভেঙে ফেলে। এবিষয়ে থানায় আমরা এজাহার দাখিল করেছি। আবার গতরাতে তারা তিন ভাই ও ভাইয়ের ছেলে মিলে বাড়ীর পশ্চিম দিকের সীমানা প্রাচীর ও টিনসেড ভাংচুর করে।

তিনি আরও বলেন, ওরা আমার চাচাতো ভাই। এটা আমাদের বাপ-দাদার ভিটা। এখানে মোট জমির পরিমাণ ২৮ শতক। এর মধ্যে আমার দাদা মৃত সাদের আলীর অংশ ১৪ শতক এবং হাবিবের দাদা মৃত আবদুল কাদেরের ১৪ শতক। এখন তারা জোর পূর্বক আমাদের জমির ওপর দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা করতে চায়। এজন্য তারা আমাদের সীমানা প্রাচীর ভাংচুর করেছে। এবিষয়ে হাবিব বলেন, ওদের জমির দক্ষিণ অংশে আমাদের যাতায়াতের জন্য ১৬ ফুট রাস্তা ছিল। ২৫ বছর আগে চল্লিশ হাজার টাকার বিনিময়ে ঐ রাস্তা কেনা হয়েছে। এই পথেই আমরা যাতায়াত করতাম। কিন্তু ২০১৪ সালে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তারা ঐ রাস্তা প্রাচীর দিয়ে অবরুদ্ধ করে দেয়। তারা আমার পরিবারের উপর অনেক নির্যাতন চালিয়েছে। এবং ২৯/০১/২০ ইং তারিখে পুর্ব শত্রুতার জেরে তারা লোহার রড, লাঠি সোঁটা নিয়ে আমাদের বাড়ীতে অনুপ্রবেশ করে আমার মা ও ছোট ভাইকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে।

এবিষয়ে আদালতে একটি মামলা চলমান আছে। প্রতিবেশীরা বলেন, ঐদিক দিয়ে একটা রাস্তা ছিল সেটা আমরা দেখেছি। আওয়ামী শাসন আমলে তারা প্রভাব খাঁটিয়ে সেই রাস্তা বন্ধ করে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেয়। এখন এরা তার বদলা নিচ্ছে।

ঝিনাইদহে চিকিৎসকের ভুল অপারেশনে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

চিকিৎসকের ভুল অপারেশনে ঝিনাইদহে প্রাইভেট ক্লিনিকে রিফাত (১৬) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আবার সেই রোগীকে রাজশাহী মেডিকেলে পাঠোনো হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে তার স্বজনরা।

গত শুক্রবার (৪ অক্টোবর) ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর এলাকার ঢাকা ল্যাব নামে একটি ক্লিনিকে অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশনের পর তার মৃত্যু ঘটে। রিফাত হরিণাকুণ্ডু উপজেলার দরিবিন্নি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র এবং একই উপজেলার সড়াবাড়িয়া গ্রামের বাদশা মুন্সির ছেলে। অভিযোগ উঠেছে, মৃত্যুর পরে রিফাতের নিথর দেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ নিয়ে রিফাতের স্বজনরা ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, অ্যাপেন্ডিক্সের ব্যাথা নিয়ে গত (৪ অক্টোবর) শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে রিফাত ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর এলাকার ঢাকা ল্যাব নামে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি হয়। ভর্তির পর তার পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক ডাঃ রেজা সেকেন্দার রিফাতের অপারেশন করেন। অপারেশনের কিছুক্ষন পর রোগীর খিঁচুনি শুরু হয় এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এদিকে পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে স্বজনদের সান্তনা দিতে মৃত রোগীকে ডাঃ রেজা সেকেন্দার প্রথমে কুষ্টিয়া ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। রাজশাহী নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা জানান তিনঘন্টা আগেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

ক্লিনিকের একটি সূত্র জানায়, অজ্ঞানের চিকিৎসক ডাঃ অপূর্ব রিফাতকে অজ্ঞানের পর তার কার্ডিয়াক ফেল করে এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। রিফাতের পিতা বাদশা মুন্সি শনিবার রাতে জানান, তার ছেলে অপচিকিৎসার শিকার হয়েছেন। তিনি এর বিচার চান।

এলাকার ইউপি মেম্বর আল আমিন জানান, রিফাত এবার এসএসসি পরীক্ষা দিত। কিন্তু অত্যন্ত ভদ্র নম্র এই ছিলেটি ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার বলি হয়েছেন। এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের কসাই খ্যাত চিকিৎসক রেজা সেকেন্দারের বক্তব্য জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। ঢাকা ল্যাবের ম্যানেজার আসিফ মিয়া ও মালিক আশরাফুজ্জামান লিপনসহ সবাই এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডাঃ শুভ্রা রানী দেবনাথ জানান, স্কুল ছাত্র রিফাতের মৃত্যুর সংবাদ শুনার পর ওই ক্লিনিকটি বন্ধ করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। তিনি আরও বলেন, বেশির ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমঝোতার ভিত্তিতে ঘটনা মীমাংসা করে ফেলান। তাই শক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা যায় না। এর আগে একাধিক রোগীর মৃত্যুর পর ডাঃ রেজা সেকেন্দার নিজেই আর অপারেশন করবেন না বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি একের পর

এক অপারেশন করে যাচ্ছেন। এর আগে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কাছেও ডাঃ রেজা সেকেন্দার আর অপারেশন করবেন না বলে মুচলেকা দিয়েছিলেন বলে সিভিল সার্জন জানান।

ঝিনাইদহে জোরপুর্বক জমি দখলের অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাগলা কানাই ইউনিয়নের বাড়ীবাথান গ্রামে জমি জোরপূর্বক দখল করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জমি দখল করে জমিতে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির গাছও কেটে নিয়েছে শাহজাহান ও আফজাল নামের দুই ভুমিদস্যু।

আজ বুধবার সকাল ও গতকাল মঙ্গলবার বাড়ীবাথান গ্রামের দর্গাপাড়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ঝিনাইদহ পুলিশ লাইন্স স্কুলের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর রফিকুল আলম খালেক জানানা, পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া তিনি গ্রামের ৪০ শতক জমিতে ৫০ বছর ধরে আবাদ করে আসছেন। একই মৌজার এই জমিতে ফলজ ও বনজ গাছ ছিলো। কিন্তু প্রতিবেশী ভুমিদস্যু দরবেশ মন্ডলের ছেলে শাজাহান ও প্রতিবেশী আফজাল, শাহীনসহ আরও কিছু লোকজন জমি দখল করে নেয়। জমিতে থাকা ১৫ টি মেহগনি ও ৬ টি কাঠাল গাছ কেটে নিয়েছে।

ভুক্তভোগী রফিকুল আলম খালেক বলেন, আমরা আমাদের ন্যায্য জমিতে আবাদ করছিলাম। গায়ের জোরে এই জমি দখল করে নিয়েছে। এখন আমরা জমিতে গেলে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। এর আগেও জমিতে মামলা করেছিলো। সেই মামলায় হেরে যাওয়ার পর এখন জোর করে জমি দখল করেছে। আমি থানায় অভিযোগ দিয়েছি। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ থানায় একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শাহজাহানকে জমিতে যেতে নিষেধ করে দেয়। কিন্তু সেই আদেশ না মেনে দুই দিন ধরে গাছ কেটে জমি দখল করে নিয়েছে। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই আমি।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত শাহজাহান বলেন, জমি আমার তাই আমি গাছ কেটে

নিয়েছি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন বলেন, গাছ কাটার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম। পুলিশ গিয়ে গাছ কাটা বন্ধ করে উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। পরবর্তীতে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।